R. N. No. 2532/57 Ph.: 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত।
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৭ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ভোটার লিষ্টে নাম তোলা নিয়ে সীমাহীন প্রহসনের শিকার খোদ মহকুমা নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের স্ত্রী ও বিডিও-র পুত্র

বিশেষ প্রতিবেদক : রাজ্য জুড়ে ভোটার লিষ্টে নাম তোলা নিয়ে সীমাহীন প্রহসনের শিকার এবার জঙ্গিপুর মহকুমার দুই প্রশাসনিক কর্তার পরিবারের দুই সদস্য। একজন খোদ মহকুমা নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সবুজবরণ সরকারের স্ত্রী চৈতালী সরকার (৩০), অন্যজন সুতী-২ ব্লকের বিডিও বিদ্যুৎ সাধুর পুত্র অরিন্দম সাধু (১৯)। ভোটার লিষ্টে নাম তোলা নিয়ে এমন ভুল মহকুমায় যে আরও কত আছে তা ভেবে সাধারণ ভোটাররা চিন্তিত। খবরে জানা যায়, গত ২০01 সালে পুজোর পর বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকরা জঙ্গিপুর পুর এলাকায় যে সব নতুন নাম নথিভুক্ত করেন সেই সময় চৈতালী ও অরিন্দমের নামও লিষ্টে তোলার জন্য নথিভুক্ত করা হয়। সংশোধিত ভোটার লিষ্ট বেরোনোর পর দেখা যায় ঐ দুইজনের নাম লিষ্টে নাই। বাধ্য হয়ে এখন সবুজবরণবাবু ও বিদ্যুতবাবুকে স্ত্রী ও পুত্রের ভোটার লিষ্টে নাম তোলার জন্য পুনরায় নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হচ্ছে। জানা যায় এ ধরণের ভুলের জন্য যেমন প্রাথমিক শিক্ষকরা দায়ী, তেমনই অল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমপিউটার কর্মী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের ঢিলেমীও দায়ী। অন্যদিকে জানা যায় এবার খসড়া ভোটার তালিকায় জেলায় ৬ শতাংশেরও বেশী ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বাদ যাওয়ার সংখ্যা ৪ লক্ষ ১ হাজর ৯৪৬। এদের মধ্যে মৃত দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৪০৭ জনকে। নতুন নাম যোগ হয়েছে ২ লক্ষ ৮ হাজার ৯৩৭। উল্লেখ্য জেলাতে প্রতিবারই ভোটার ৫ থেকে ৬ শতাংশ বাড়লেও এবার ভোটার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এখন আবার নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্তকরণ ও সংশোধনের কাজ ধুথে ধুথে চলছে। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে শুনানীরও দিন পড়ছে। পূর্বের মতো এবারেও যাতে এমন ভোগান্তিতে না পড়েন ভোটাররা সে ব্যাপারে মহকুমা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ভুক্তভোগীরা। তাদের মতে ভোটার লিষ্টে প্রশাসনের বড় কর্তারাই যখন বাদ পড়ছেন, সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কেমন তা সহজেই অনুমেয়। (শেষ পৃঃ)

কর্ম সংস্কৃতির হাল দেখে এসডিও শোকজ করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সি ডি লামা রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বি এল এন্ড এল আর ওকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি বিকেল ৪টে নাগাদ তাঁর অফিসে গিয়ে দেখেন অফিস বন্ধ। এ ঘটনায় ঐ অফিসের নয়জন কর্মীকে মহকুমা শাসক শোকজ করেন বলে জানা যায়। আরো জানা যায়, ঐ দিন মহকুমার বি এল এন্ড এল আর ওদের মহকুমা শাসকের চেম্বারে একটা মিটিং ছিল। মিটিং সেরে হঠাৎ মহকুমা শাসক রঘুনাথগঞ্জ-২ এর বি এল আর ও অফিসে পরিদর্শনে গিয়ে এই হাল (শেষ পৃষ্ঠায়)

কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস অফিসারবিহীন চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার জঙ্গিপুর কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অফিস না করেই মাস মাইনের মোটা টাকা তুলছেন। অফিস আগলানো চতুর্থ শ্রেণীর জনৈক কর্মীকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কোন মন্তব্য করতে চাননি তিনি। কিছু চাষীর অভিযোগ পাট কেনা বেচার সময় ছাড়া কলকাতাবাসী অফিসারের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। পাট চাষীদের কথা ভেবে মহকুমা শাসক একটু নজর দিন। এছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অফিসে অফিসার দূরের কথা, অফিসে চেয়ার, টেবিল, পিওন, নাইট গার্ড ছাড়া সাধারণ কর্মীদের দেখা মেলাও ভগবান দর্শনের সামিল। (শেষ পৃঃ)

কমার্স বিভাগ থাকলেও কোন শিক্ষক নাই জঙ্গিপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর স্কুলের দুই কমার্সের শিক্ষকই 'লিয়েন' এ ছুটীতে চলে গেছেন। একজন ভজন সরকার, বাঙ্গাবাড়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে কাজ করছেন। অন্য শিক্ষক সুশান্ত সরকার উত্তরবঙ্গে চলে গেছেন এ্যাসিষ্ট্যান্ট ট্রেজারী অফিসার হয়ে। ঐ দুই শিক্ষক 'লিয়েনে' থাকায় স্থায়ীভাবে কোন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া)

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ নিরুপায় পুরপতি ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে জানা যায় যে, জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি নাকি নবনির্মিত ভাগীরথী সেতু প্রসঙ্গে একটু ত্রুটির বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে নিরুপায়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রুটি হইতেছে, সেতু হইতে রাস্তায় উঠা-নামা করিতে হইলে জঙ্গিপুরের পারে দুইটি সিঁড়ি এবং রঘুনাথগঞ্জের পারে একটি সিঁড়ি ব্যবহার করিতে পারা যাইতেছে। কারণ মোট মাত্র তিনটি সিঁড়িই নির্মিত হইয়াছে।

জঙ্গিপুর হইতে সেতু পার হইয়া রঘুনাথগঞ্জে আসিয়া পথচারীরা মাত্র একদিকেরই সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে পারিবেন ; কিন্তু জঙ্গিপুরে এই উদ্দেশ্যে দুইটি সিঁড়ি পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে একটি সমস্যা ভবিষ্যতে দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে। যখন এই সেতুর উপর দিয়া পুরাপুরিভাবে যানবাহন চলাচল শুরু হইবে, তখন অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোকেরা এবং শিশুরা রাস্তা পারাপারের ব্যাপারে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। জীবনের ঝুঁকি লইয়া রাস্তা পারাপার করিতে হইবে। কিন্তু জঙ্গিপুরের পারে দুইটি সিঁড়ি থাকায় এই সমস্যা থাকিবে না।

সংবাদে প্রকাশ, এই বিষয়ে পুরপতিকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি নাকি তাঁহার বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হইবার পূর্বে তাঁহাকে অবহিত করিলে তিনি নির্মাণকারী সংস্থার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারিতেন, বলিয়াছেন। পুরপতি নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি এখন নিরুপায়। সংবাদে আরও জানা যায় যে, পুরপতি সিঁড়ি তৈয়ারীর কাজ যে ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পুরপতি তাঁহার এই নিরুপায়তা প্রকাশ করিলেও মানুষকে যেন ভুল বুঝান না হয় এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন উল্লেখিত সংবাদদাতার কাছে। বিষয়টি ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। পথচারীরা জঙ্গিপুরের দিক হইতে রঘুনাথগঞ্জের দিকে সেতু দিয়া আসিতে গেলেই ত অসুবিধা ভোগ করিবেন এবং ত্রুটিপূর্ণ সেতু নির্মাণ সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

সুতরাং এই সেতু হইতে রাস্তায় নামিতে গেলে যে তিনটি সিঁড়ি পাওয়া যাইতেছে, তাহাই মানিয়া লওয়া ছাড়া হয়ত উপায় নাই। রঘুনাথগঞ্জের পারে আর একটি সিঁড়ি নির্মাণ আদৌ বোধকরি, সম্ভব হইবে না। তবে সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সিঁড়ির ব্যাপারে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার অবকাশ থাকার কথা মনে হয়, অবান্তর। পুরপতি যেমন নিরুপায়, সেতু দিয়া যাতায়াতকারী মানুষও তদ্রূপ।

সন্ত্রাসবাদী

শীলভদ্র সান্যাল

মহারাজা জন্মেজয় কহিলেন, "হে মুণিপুঙ্গব ! কলিযুগে 'সন্ত্রাসবাদী' নামক এক শ্রেণীর মনুষ্য মর্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভূ-মন্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। ইঁহাদিগের লীলাকীর্তন শ্রবণ করিতে মনে বড়ই বাসনা জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ইঁহাদের বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিলেন, "মহারাজ ! পৃথিবীর যখন আপন ঘূর্ণন-চক্রে আবর্তিত হইতে হইতে কলিযুগের অন্তিমপাদে বিংশোত্তরী দশায় কেতু লগ্নে সমুপস্থিত হইয়া অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের অতি সমীপবর্তী হইবে ও উভয়ের দ্বিবিধ মহাকর্ষজ বলের তীব্র আকর্ষণে আধি-ভৌতিকভাবে অতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, তখন রক্তবীজের উত্তরসূরীরূপে 'সন্ত্রাস-বাদী' নামক এক বিচিত্র শ্রেণীর মনুষ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র দিঙমন্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষতঃ, উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাঙের ছাতার মত সহস্র সহস্র জঙ্গী প্রশিক্ষণ শিবির গজাইয়া উঠিবে ও তাহাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই সব মনুষ্যদেহধারী দানবকুল নবতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশে দেশে নির্বিচারে নারকীয় হত্যাকান্ড চালাইবে, কখনও বা আত্মঘাতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নিমেষে ধ্বংস করিয়া দিবে আকাশচুম্বী সুউচ্চ হর্ম্যরাজি ! আমেরিকা হইবে ইহাদের সূতিকাগার ! হে নরাধীপ ! সত্যযুগে ক্ষীরোদ শয্যাশায়ী ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে উৎপাদিত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দুই দুর্দান্ত দৈত্য যেরূপ স্রষ্টারই অস্তিত্ব বিনাশে সমুৎসুক হইয়াছিল, তদ্রূপ ইহারাও আমেরিকার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আপন গর্ভিনীরই সত্ত্বা বিলোপ করিতে উদগ্রীব হইয়া উঠিবে।

মহারাজা জন্মেজয় মুনি শ্রেষ্ঠের এ হেন ভাষণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কন্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে তাহারা এই প্রকার ভয়াবহ কর্মকান্ডে লিপ্ত হইবে তাহা জানিতে মনে বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! বিংশ শতাব্দীতে হিটলার নামক এক দৃপ্ত আর্য-রক্ত গর্বিত, মহাসাম্রাজ্যবাদীর উত্থান ও পতনের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘটিবে ও বিশ্বের তাবৎ দেশসমূহের মধ্যে যে অভূতপূর্ব মেরুকরণ সংঘটিত হইবে, তাহারই ফল-স্বরূপ আমেরিকা এক মহাশক্তিধর দেশরূপে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করিবে। ধনতান্ত্রিক এই দেশ অধিক ধনলিপসার তাড়নায় সমগ্র বিশ্বকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করিবে এবং সাথে সাথে বিবিধ প্রকার অত্যাশ্চর্য মারণাস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করিবে এবং আরও অধিক মুনাফা লুটিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুকৌশলে যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে। কারণ যুদ্ধ চলিতে থাকিলে বিপুল অস্ত্র বিক্রয়ের সুযোগ ঘটে। হে সত্যভৃৎ ! কালান্তরে অস্ত্রের এই সব কারখানা হইতেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম হইবে এবং সন্ত্রাসবাদীগণ পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে উৎপন্ন হইয়া দেশে দেশে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিবে এবং এমনকি আমেরিকাকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। তাহার অতি 'দাদাগিরি' ও ধর্মোন্মাদগণের অতি অসহিষ্ণুতা এই উভয়বিধ বিপ্রতীপ আকর্ষণে সন্ত্রাসবাদীরা সমুদ্ভূত হইয়া মর্তলোকে যথেচ্ছাচার চালাইবে। 'রাষ্ট্রসংঘ' নামক এক শান্তি-কামী সংস্থা এখানে-ওখানে যৎসামান্য যে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিবে, তাহা অগ্নি নির্বাপণে যথেষ্ট হইবে না, কারণ তাহারা হইবে মূলতঃ আমেরিকার তাঁবেদার। কখনও বা এই সন্ত্রাসবাদীর বণিক সমাজে সুবৃহৎ রোহিত মৎস্যস্বরূপ ভি, আই, পিদের অপহরণ করিয়া কোটি টাকা উপার্জন করিবে এবং নিরাপদে কার্যসিদ্ধির মানসে তাহারা আগাম যাহার মাধ্যমে গোপন তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিবে, তাহার নাম হইবে আই, এস, আই। মথুরাধিপতি কংসের ভ্রাতা যেরূপ শিশুপালরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনই সন্ত্রাসবাদীর অপর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 'মস্তান' নাম ধারণ করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া যত্রতত্র নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইবে। দেশের নেতৃবর্গ নির্বাচন বৈতরণী পার হইবার জন্য ইহার সর্ববিধ সন্তুষ্টিবিধান করিতে যত্নবান হইবেন। সাধারণ মানুষের (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভূয়া সার্টিফিকেটের শুনানীতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মহকুমা শাসক অসন্তুষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মাসাধিককাল ধরে মহকুমা শাসকের চেম্বারে এস সি, এস টির অভিযুক্ত ভূয়া সার্টিফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে শুনানী শুরু হয়েছে। তালিকায় থাকা প্রায় ৮০ জন অভিযুক্তদের প্রত্যেক দফায় পাঁচজন করে ডাকা হচ্ছে। মহকুমা শাসক সি ডি লামা আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে জানান, 'ভূয়া সার্টিফিকেটধারীরা সবাই দোষী নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাগজপত্র দেখে আমি সন্তুষ্ট। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কাগজ-পত্রে গন্ডগোল আছে। সেগুলির ব্যাপারে জেলাতে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে।'

এসইউসি আই-এর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিল বয়কট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে রঘুনাথগঞ্জে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ অফিসে বিল বয়কট চলছে। আগামী এক মাস পর্যন্ত গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বয়কটের আহ্বান জানিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজুমার্স এ্যাসোসিয়েশন। সমিতির জেলা সম্পাদক কুনাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা গ্রাহকদের আন্দোলনে নামতে ডাক দিয়েছি। তার মতে, ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য অনেক বেশী।

পুরসভায় শোকসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৫ ফেব্রুয়ারী ধুলিয়ান পৌরসভা পুরসভার সামনে বিশিষ্ট বিড়ি ব্যবসায়ী ও পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার নওরাঙ্গলাল আগরওয়ালার মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করে। তাঁর মৃত্যুতে পৌরসভা বন্ধ করে দেওয়া হয়, বেলা ২টার পর। নওরাঙ্গলাল গত ২৬ জানুয়ারী তার নিজ বাসভবনে ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। এক সময় তিনি পুরসভার উপপুরপতিও ছিলেন। তিনি ধুলিয়ানের একটি হিন্দু মিলন মন্দির ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। ২৯ জানুয়ারী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এলাকার বিড়ি কারখানাগুলি বন্ধ থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসায় গ্রামের গরীব গুরবোরা সভাধিপতির সহযোগিতা চান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের মোরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৈয়ড় গ্রামটি আজও অবহেলিত। মোড়গ্রাম বোখারার সঙ্গে যোগাযোগের উপযোগী রাস্তা নাই এখানে। গ্রামবাসীরা চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে জানা যায় ১৯৩৮ সালে কৈয়ড় মৌজার দাগ নং ৮১৩, পরিমাণ ৮ শতক জমি জনৈক গ্রামবাসী পশুপতি সাহা 'মোড়গ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়'-এর নামে দানপত্র করে একটি টিনের ঘরসহ জায়গার দলিল জেলা বোর্ডকে জমা দেন। তারই ভিত্তিতে তৎকালীন জেলা বোর্ড থেকে মাসিক একটা অনুদান দেয়া হতো। নিযুক্ত ডাক্তার ঐ টাকা দিয়ে ওষুধপত্র কিনে আশপাশ গ্রামে চিকিৎসা করতেন। প্রথম দিকে ডাক্তারদের মধ্যে বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জেলা পরিষদ থেকে ঐ অনুদান বন্ধ করে দেওয়ায় যেটুকু চিকিৎসার সুযোগ গ্রামের দুঃস্থ মানুষেরা পেতেন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সহযোগিতা চাইছেন গ্রামের অসহায় গরীব গুরবোর দল।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও কলেজ নির্বাচনে বামপন্থীরা জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১০ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীরা জয়লাভ করলো। পর্ষদের নির্বাচনে এ বি টি এ-র পক্ষে তিন প্রার্থী দিলীপ সরকার, এ কে মনিরুজ্জামান ও একজন অশিক্ষক প্রতিনিধি অশোক ভট্টাচার্য্য নির্বাচিত হ'ন। তারা বিরোধী পক্ষে ডব্লু বি টি এ'র তিন প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন, দিলীপ সিংহরায় এবং অশিক্ষক প্রতিনিধি মুকুল পালকে পরাজিত করেন। অন্যদিকে জঙ্গিপুর কলেজে সংসদ দখলের লড়াইয়ে এস এফ আই বিপুলভাবে জয়লাভ করে। কলেজে মোট ৫৫টি আসনের মধ্যে তারা ৩২টি দখল করে। ঐ দিন কলেজে অশান্তির আশঙ্কায় কড়া পুলিশি প্রহরা ছিল।

ধনা ডাক্তার চলে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মহকুমার জনদরদী চিকিৎসক রঘুনাথগঞ্জের ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী (ধনা ডাক্তার) গত ১৮ ফেব্রুয়ারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি সাগরদীঘি থানার ভূমিহর গ্রামের মানুষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। মহকুমার চিকিৎসা জগতে তাঁর অকৃপণ অবদান এ অঞ্চলের মানুষ বহুদিন মনে রাখবে।

সন্ত্রাসবাদী (২য় পৃষ্ঠার পর)

নিরাপত্তা বলিতে কিছু থাকিবে না।'

জন্মেজয় কহিলেন, 'হে মুনি প্রবর! আপনার রোমাঞ্চকর মহাভাষ্য শ্রবণ করিয়া আমার সর্বাঙ্গ স্বেদাসিক্ত হইতেছে। এই সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়িয়া বেদমন্ত্র মুখরিত, ঋষি কুল সমাবৃত এই আশ্রমিক সনাতন ভারতবর্ষের কী অবস্থা হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজর্ষি! পাঠান ও মোঘল নামক দুই দুর্ধর্ষ জাতি এই পুণ্যভূমিতে প্রায় সহস্র বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর ভারতবর্ষ ইংরাজ বণিককুল কর্তৃক অধিকৃত হইবে এবং তাহারাও প্রায় দুই শত বৎসর এই বিশাল ভূমিকে ইক্ষুবৎ চর্বন করিয়া এদেশ পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে সুকৌশলে জাতি দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়া দেশবাসীকে উপহার দিবে এক দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ! দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া 'পাকিস্তান' নামক এক পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হইবে। দেশের তাবড় তাবড় নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করিবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় 'মহাত্মা গান্ধী' নামক এক অসহায় অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ ফকিরকে নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপে উত্তীর্ণ করিয়া ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত প্রার্থনা সভাগৃহে নির্বাসন দিবে ও দেশ বিভাজন মানিয়া লইবে। কালান্তরে ইহার মারাত্মক ফল এই হইবে—পৌরাণিক যুগে স্বর্গের অধিকার লইয়া দেবাসুরের মধ্যে যেরূপ মহা সমর সংঘটিত হইত, তেমনই ভূস্বর্গস্বরূপিনী কাশ্মীরের স্বামিত্ব লইয়া উভয় দেশ এক অনিঃশেষ কলহে লিপ্ত হইবে ও তাহারই সুবাদে সন্ত্রাসবাদ এই পূত ভূমিখণ্ডের শান্তি ও সুস্থিতি সমূলে বিনষ্ট করিবে। উত্তেজনা প্রসমনের নিমিত্ত উভয় দেশ প্রায়শই কুটনৈতিক আলোচনার টেবিলে মুখোমুখি বসিবে ও নানাবিধ চুক্তি সম্পাদন করিবে, কিন্তু তাহাতে সন্ত্রাসবাদীদের নরমেধ যজ্ঞে কোনরূপ অন্তরায় হইবে না।

মহামতি জন্মেজয় মহর্ষির এবম্বিধ বচন পরম্পরা শ্রবণে নিতান্ত ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'হে ত্রিকালদর্শী! সন্ত্রাসবাদীগণের বীভৎস কীর্তি কাহিনী শ্রবণে আমার চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে! অনুগ্রহপূর্বক আপনি ভিন্ন প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।'

টেলিফোনের তার চুরির তিন নায়ক অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানা গত ১৪ ফেব্রুয়ারী জয়রামপুর গ্রাম থেকে ইউনুস আলি, ডালিম সেখ ও সারিফুল সেখকে টেলিফোনের তার চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। এছাড়া পুলিশ জানায় ঐ তিনজন ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। গ্রেপ্তার করে একটি পাইপগান ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। সঙ্গে বাকী সাঙ্গপাঙ্গরা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। ফরাক্কা এলাকায় টেলিফোনের তার ও কেবিলের দামী সামগ্রী চুরি করে এলাকায় তারা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল বলে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও জানান।

সুতীতে ফরেষ্টের চার কাঠ চোর ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১ ফেব্রুয়ারী সুতী থানা চারজন ফরেষ্টের কাঠ চোরকে গ্রেপ্তার করে। তারা বহুদিন থেকে সুতী থানাধীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাতে ফরেষ্টের মূল্যবান গাছ কেটে বিভিন্ন কাঠ মিলে চালান দিত। তাদের অত্যাচার লাগামছাড়া হয়ে ভর দুপুরে কাঠ চুরি চলছিল। বনাঞ্চল প্রায় ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। ফরেষ্টের দুর্বল নিরাপত্তা কর্মীরা শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহায়তা চাইলে সুতী পুলিশ বাক্কার সেখ, নবাব সেখ, মন্টু সেখ ও মরতুজ সেখকে তাদের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে। তাদের বাড়ী থেকে পুলিশ প্রায় ত্রিশ কিউবিক ফুট কাঠও উদ্ধার করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিবরণী

নম্বর ১১/এন ২০০১-২০০২

নির্বাহী বাস্তুকার কৃষি সেচ, বহরমপুর ১নং কৃষি সেচভূক্তি কর্তৃক অগভীর নলকূপের মেরামতির জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ খরিদের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। দরপত্র খরিদের জন্য দরখাস্তের শেষ তারিখ ০১/০৩/২০০২ ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত। বিস্তারিত বিবরণী সংশ্লিষ্ট করণ হইতে পাওয়া যাইবে।

দীপঙ্কর বাগ

স্মারক সংখ্যা ১২৪ তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৮/২/২০০২

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

এসডিও শোকজ করলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যবেক্ষণ করেন। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে মহকুমা শাসক বলেন, জঙ্গিপুরের কিছু অফিসে এরকম কর্ম সংস্কৃতির খবর আমার কাছে আছে। সমস্ত অফিস ও কাজের জায়গায় সময় মতো কাজ হওয়াই স্বাভাবিক। তা না হওয়ায় আমাকে কর্মীদের শোকজ করতেই হচ্ছে। তাই আমি নতুন কিছু করছি না।

অফিসারবিহীন চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক সি ডি লামা বলেন, দেখুন বেশ কিছু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসাররা অবসর নেওয়ায় বা বদলীর পর নতুন কোন অফিসার না আসা পর্যন্ত এ রকম অবস্থা চলে। যেমন আই সি ডি এসে সুতী-১, সুতী-২ এবং সামসেরগঞ্জে একজন সি ডি পি ওই চার্জে আছেন। আবার সুতী-২ এবং সামসেরগঞ্জে একজন বিডিওই দায়িত্ব পালন করছেন। যদিও সামসেরগঞ্জে মার্চ মাসের মধ্যেই বিডিও চলে আসবেন। তবে জঙ্গিপুরে জে সি আই-এর অফিসটা কোথায় আমি জেনে সে ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য করবো।

ভোটার লিষ্টের প্রহসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ প্রসঙ্গে মহকুমা শাসক সি ডি লামাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা দুঃখজনক। যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই ম্যানুয়ালী হয়েছে। এছাড়া একাজে যারা যুক্ত ছিলেন বা কমপিউটারে যারা কাজ করেছেন তাদেরও ত্রুটি হতে পারে। তবে তা সংশোধনের জন্যও তো সরকারী ব্যবস্থা আছে।'

কোন শিক্ষক নাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকও নিয়োগ করা যাবে না। এর ফলে বেশ কয়েকমাস কমার্স বিভাগে কোন ক্লাস না হওয়ায় ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে জঙ্গিপুর কলেজ থেকে অধ্যাপক ভাড়া করে কোনক্রমে অভাব মেটানো হচ্ছে।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।